ভিতরে: খালপাড়ের তেতলা বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি টাকার মাদক ৯ ছন্দপতনেও ব্রাত্য নন হুমায়ুন, নাজিমউদ্দিনরা ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা

পৃ: ৮

কলকাতা শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

৩০.০১.১৯৭৫
উল্টোডাঙা স্টেশনে দার্জিলিং মেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে দুমড়ে যাওয়া হাবড়া লোকাল।

বায়ুদূষণে দিল্লির সঙ্গে টক্কর কলকাতার, জানাল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: বায়ুদূষণের প্রশ্নে দিল্লির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কলকাতাও। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, কলকাতার বায়ুর গুণগত মান (একিউআই) প্রতি বছর খারাপ থেকে অত্যধিক খারাপ হয়ে পড়ছে। বিজেপি নেতা তথা দলের আইটি শাখার প্রধান অমিত মালবীয়ের কটাক্ষ, দিল্লির বায়ুর গুণগত মান জাতীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসে, কিন্তু কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ে একটি শব্দও খরচ হয় না।

শীতকালে বাতাসের চলাচল কমে যাওয়া বায়ুর মান খারাপ থেকে অত্যধিক খারাপ হওয়ার একটি বড় কারণ। শমীকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ গত তিন বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানিয়েছেন, মোটের উপরে ফি-বছর বায়ুদূষণ বাড়ছে কলকাতায়। ব্যতিক্রম অবশ্য গত বছরের জানুয়ারি। কলকাতায় শীত পড়লেই বায়ুর গুণগত মান উত্তরোত্তর খারাপ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার একিউআই ছিল যথাক্রমে ১৬৫, ১৫৯ ও ১৭৫। গত তিন বছরের ডিসেম্বর মাসে বাতাসের গুণগত মান দাঁড়িয়েছে ১৭৬, ১৫৯ ও ২০২। পরিবেশ মন্ত্রকের মতে, একিউআই ২০০ মানেই বাতাসের গুণগত মান অতি খারাপ পর্যায়ে চলে যাওয়া। যা শিশু ও বয়স্কদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রধান কারণ। অমিতের কটাক্ষ, "কলকাতার বাতাস যে বিষতুল্য, তা আর কোনও অভিযোগ নয়, বরং সরকারি পরিসংখ্যানেই উঠে এসেছে।" তবে গত বছরের জানুয়ারিতে বায়ুর মান আগের দু'বছরের থেকে শুধরেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। ২০২৩ ও '২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার একিউআই ২২৫ থাকলেও, গত জানুয়ারিতে তা কমে দাঁড়ায় ১৭২-এ।

পরিবেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, কলকাতার বায়ুদূষণের পিছনে অন্যতম কারণ হল বাতাসে ভেসে থাকা ধুলো। বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম-১০ রয়েছে, তার ৪৩ শতাংশের জন্য দায়ী শহরের ধুলো। বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম ২.৫ রয়েছে, তার ২৯ শতাংশের পিছনে দায়ী কলকাতাবাসীর রান্নাঘর। প্রায় ২০ শতাংশ বায়ুদূষণের জন্য দায়ী শিল্পায়ন ও গাড়ির ধোঁয়া। অমিতের আক্ষেপ, "তৃণমূলের সাংসদেরা দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে সংসদে আলোচনা চান, অথচ কলকাতার বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে নীরব!"

কাল জল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পে পাইপলাইনের জরুরি মেরামতির জেরে কাল, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে গার্ডেনরিচ, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, গরফা, রানিকুঠি, জোকা, মহেশতলা, বজবজ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। জল সরবরাহ ব্যাহত হবে পুরসভার ৮ থেকে ১৬ নম্বর বরো এলাকার অধিকাংশ অঞ্চলেও। রবিবার সকাল থেকে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

অরক্ষিত পোড়া গুদাম যেন 'পিকনিক স্পট', বিপাকে ফরেন্সিক

নীলোৎপল বিশ্বাস
চন্দন বিশ্বাস

কেউ এসে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছেন, কেউ বা যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কেউ আবার সমাজমাধ্যমে দেবেন বলে ঘটনাস্থলে পোড়া স্তূপের উপরে দাঁড়িয়েই ভিডিয়ো করেছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘটনাস্থল দেখতে আসা উৎসাহী জনতার ভিড়ও চোখে পড়েছে অবিরত। এ সবের মধ্যে কার্যত অরক্ষিতই থেকে গিয়েছে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদের পোড়া দুই গুদাম। যেখানে মানুষের পোড়া হাড়, দলা পাকিয়ে যাওয়া দেহাশের মধ্যে দিয়েই যেমন খুশি চলেছে যাতায়াত। অভিযোগ, এর ফল হয়েছে মারাত্মক। ঘটনাস্থল সংরক্ষণ করার প্রাথমিক কোনও শর্তই না-মানার কারণে এখন ফাঁপরে পড়তে হচ্ছে ফরেন্সিক আধিকারিকদের। সেই কারণেই ঘটনার চার দিন পরেও নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না, ঠিক কী থেকে আগুন লেগেছিল। এমনকি, আগুনের উৎসস্থল কোথায়, তা-ও নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। সম্ভাব্য উৎসস্থল বলে ধরা হচ্ছে যে জায়গা, সেই পর্যন্ত ফরেন্সিক আধিকারিকেরা পৌঁছতেই পারেননি বলে খবর।

গত কয়েক বছরে একাধিক বড় ঘটনায় রাজ্য ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির (এসএফএসএল) পদক্ষেপে প্রশ্ন উঠেছে। বহু ক্ষেত্রেই ফরেন্সিক অফিসারেরা দেরিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। আর ভি কর মেডিক্যাল কলেজে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় নমুনা সংগ্রহের কাজে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দলে এক জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়ে যাওয়ায় বিতর্ক হয়েছিল। নাজিরাবাদে একসঙ্গে বহু মানুষের পুড়ে মৃত্যুর মতো শোরগোল ফেলা ঘটনার ক্ষেত্রেও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা দেরিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন পুলিশেরই একাংশ। তাঁদের দাবি, আগুন লাগার ওই ঘটনা ঘটেছে রবিবার রাতে। অথচ, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মঙ্গলবার দুপুরে। তত ক্ষণে অবশ্য ওই জায়গাটি জনতার অবারিত বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে ঘটনার ফরেন্সিক তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক অফিসারের যুক্তি, "সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস ছিল। তা ছাড়া, আগুন তখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।"

ফরেন্সিক আধিকারিকদের দাবি, মঙ্গলবারও ঘটনাস্থলে গিয়ে বহু জায়গায় প্রবেশ করা যায়নি। দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩৫ হাজার বর্গফুটের এক-একটি গুদামের টিনের চাল আগুনে পুড়ে বেঁকে ভেঙে পড়েছে। যার নীচ দিয়ে পথ করে এগোতে পারেনি পুলিশও। তদন্তকারী দলে থাকা এক ফরেন্সিক অফিসারের কথায়, "পোড়া তার দেখে মিটার রক্স বা অন্য উৎস পর্যন্ত পৌঁছনোর ব্যাপার থাকে। কিন্তু এগোনোর পথ লোহার কাঠামো পড়ে বন্ধ থাকায় কিছুই করা যায়নি। পুলিশকে কিছু ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েই ফিরে আসতে হয়।" বুধবার ফের ঘটনাস্থলে যান ফরেন্সিক আধিকারিকেরা। যদিও তাতেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, ডেকরেটর্সের গুদামের রান্নার জায়গা থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। কিন্তু সেই রান্নার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছনো যায়নি বুধবারও। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার এক ফরেন্সিক আধিকারিক বললেন, "আবার যেতে হবে। উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আরও বেশ কিছু বিষয় দেখা প্রয়োজন।"

এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই জায়গায় ভেঙে পড়া কাঠামোর কিছু অংশ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। জেসিবি চালিয়ে এই কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এতে তো ঘটনাস্থলের চরিত্রই বদলে যাবে। নমুনা সংগ্রহের পরেই সাধারণত সাফাইয়ের কাজ করার অনুমতি দেয় ফরেন্সিক বিভাগ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই বলে দাবি রাজ্য ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির আধিকারিকদের। ফলে, কবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছেন না তাঁরা।

এ বিষয়ে জানতে রাজ্য ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা এডিজি পদমর্যাদার অফিসার কে জয়রামনকে ফোন করা হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় শুনেই ফোন কেটে দেন। পরে থার তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

■ নাজিরাবাদের পোড়া গুদাম ঘেরা হয়েছে রেলিং দিয়ে। চলছে তল্লাশি। বৃহস্পতিবার। *নিজস্ব চিত্র*

■ **বন্ধ:** নাজিরাবাদের পোড়া গুদাম সিল করে দেওয়ার নোটিস টাঙানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার। ছবি: শশাঙ্ক মণ্ডল

এক দশক আগে মুনাফায় 'না', আজ লাভের গুড় পকেটে?

দেবাশিস ঘড়াই

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার যে জমিতে বাণিজ্যিক মুনাফার লক্ষ্যে স্কুল তৈরির প্রস্তাব এক দশক আগে সরকারি স্তরে খারিজ করা হয়েছিল, আজ সেই এলাকাতেই একের পর এক বাণিজ্যিক কাঠামোর উপস্থিতি দেখে প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষত, নরেন্দ্রপুর থানার অধীনস্থ যেয়াদহ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্প্রতি দু'টি গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরে ওই অঞ্চলের নির্মাণ ও ভূমির চরিত্র বদল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক তথ্য বলছে, তৎকালীন দফতর উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে যে জমিতে বৃহৎ পরিকাঠামো তৈরির অনুমতি দেয়নি, আজ সেখানেই জলাভূমি আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনাপ্রবাহ বলছে, ২০১৩ সাল নাগাদ সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকল্পের আবেদন জমা পড়লে তৎকালীন প্রশাসন প্রতিটি আইনি দিক খতিয়ে দেখে তা নিয়ে পর্যালোচনায় বসেছিল। আবেদনকারী সংস্থার আর্থিক খতিয়ান খতিয়ে দেখে তৎকালীন প্রশাসন নিশ্চিত হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের নেপথ্যে বড় মাপের ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। ২০১২-'১৩ আর্থিক বছরে যে সংস্থার কর পরবর্তী মুনাফা ছিল ৮.৭৮ লক্ষ টাকা, নথির তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-'১৯ সাল নাগাদ সেই মুনাফার অঙ্ক পৌঁছেছিল ৩৩১.৮৪ লক্ষ টাকায়। এমনকি, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ট্রাস্টের উদ্বৃত্ত আয়ও মাত্র এক বছরে ৫.০৪ লক্ষ থেকে এক লাফে পৌঁছেছিল ৭৪.৮৬ লক্ষ টাকায়। কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই আর্থিক লাভ এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক পরিকাঠামো— দুই-ই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটি নিছক জনকল্যাণমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি বড় মাপের বাণিজ্যিক উদ্যোগ। সেই প্রকল্প থেকে বাণিজ্যিক লাভের সম্ভাবনা থাকলেও তৎকালীন প্রশাসন তখন পরিবেশ রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রের খবর, তৎকালীন প্রশাসনের সেই অবস্থান ছিল আইনত নির্ভুল এবং সময়োপযোগী। নথি অনুযায়ী, ২০১৩ সালে আদালতের একটি আদেশে এই সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনি পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সেই আদালতের রায় এবং ২০০৬ সালের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা আইনের ধারাগুলিকে মান্য করে প্রশাসন সে সময়ে জানায় যে, কৃষিজমিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া আইনত সম্ভব নয়। ১৯৯২ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের সেই প্রস্তাব খারিজের পদক্ষেপ জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় অত্যন্ত জরুরি ছিল বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদদের একাংশ।

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল, প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে যে পরিমাণ বর্জ্য জমবে এবং যে হারে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হবে, তাতে জলাভূমির স্বাভাবিক জলস্তর ও চরিত্র উভয়ই বিপন্ন হবে। নথিতে উল্লিখিত তথ্যানুসারে, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মতো অতি শক্তি-নির্ভর সরঞ্জাম ব্যবহারের পরিকল্পনাকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর মনে করা হয়েছিল। এমনকি, স্কুলের পক্ষ থেকে পাঁচটি বাস চালানোর প্রস্তাবও পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্টের আশঙ্কায় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছিল। সে সময়ে প্রশাসনের সেই অবস্থানের কারণেই বড় ধরনের পরিবেশের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয় বলে মনে করেন পরিবেশবিদেরা।

অথচ এক দশক পেরিয়ে সেই খেয়াদহ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চিত্রটি আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ সেই এলাকাতেই গড়ে উঠেছে একাধিক গুদাম ও বাণিজ্যিক কাঠামো। একটা সমান্তরাল অর্থনীতি, যার গোটাটাই বেআইনি, তার যেন ক্রমাগত বিস্তার ঘটছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত গুদামটি ওই এলাকায় জলাভূমি আইনের বর্তমান প্রয়োগ নিয়ে নতুন করে বিতর্কের অবকাশ তৈরি করেছে। প্রশ্ন উঠছে, এক সময়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে যে প্রকল্প রুখে দেওয়া হয়েছিল, আজ সেই একই জমিতে কোন আইনি প্রক্রিয়ায় এমন নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে? সেই 'লাভের টাকা' কার বা কাদের পকেটে যাচ্ছে?

২০০৬ সালের আইনের ২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী জেলা বা স্থানীয় প্রশাসনের কোনও অনুমোদন জলাভূমি এলাকায় যেখানে অচল, সেখানে কী ভাবে যেয়াদহ এলাকায় একের পর এক এমন কাঠামো গজিয়ে উঠল— তার সদুত্তর মেলেনি। নথিতে বর্তমানের এই নির্মাণগুলির আইনি বৈধতা সংক্রান্ত কোনও তথ্য মেলেনি। পরিবেশবিদদের মতে, তৎকালীন প্রশাসনের নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তগুলি আজ কার্যকর না থাকাতেই বিপন্ন হচ্ছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি।

বাজারে অগ্নিকাণ্ডে বিচার শুরু হচ্ছে ১৩ বছর পরে

শিবাজী দে সরকার

শিয়ালদহের সূর্য সেন স্ট্রিটের বাজারে আগুন লাগার ঘটনায় প্রায় ১৩ বছর বাদে চার্জ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে আগামী মাস থেকে। ৭ ফেব্রুয়ারি সেই দিন ঠিক হয়েছে। এর জন্য লালবাজারের তরফে বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বিকাশ ভবনের মুখ্য সরকারি কৌঁসুলি দীপঙ্কর কুণ্ডুকে। লালবাজারের আশা, এর ফলে চার্জ গঠন যেমন দ্রুত হবে, তেমনই বিচার প্রক্রিয়াও গতি পাবে।

২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহে মুচিপাড়া থানা এলাকার সূর্য সেন স্ট্রিটের বাজারে আগুন লাগে। মৃত্যু হয় ২০ জনের। মৃতদের অধিকাংশই বিভিন্ন দোকানের কর্মী ও শ্রমিক, যাঁরা বাজার থেকে বেরোতে পারেননি রাস্তা আটকে যাওয়ায়। একতলাতেই সকলের মৃত্যু হয়। তদন্তে উঠে আসে, বাজারের গেটগুলি ছিল দাহ্য বস্তুতে আটকানো। সিঁড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গা আটকে সেখানে চলত রান্না। এ ছাড়া, ওই বাজারে অনেকগুলি অবৈধ গুদামও ছিল। আগুন সেই সব গুদামে ছড়িয়ে পড়ে বিশাল আকার নেয়। সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছিল দমকল।

ওই ঘটনায় ২০১৯ সালে পুলিশ অভিযুক্ত ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যু ঘটানোর পাশাপাশি দমকল আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। অভিযুক্তেরা সকলেই বাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চার্জশিটে পুলিশের তরফে ১০০ জনেরও বেশি সাক্ষীর কথা বলা হয়েছিল। চার্জশিটে নাম থাকা ছ'জন অভিযুক্তের অবশ্য ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

চার্জ গঠনে এত দেরি হল কেন?

সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের তরফে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করার আবেদন জানানো হয়েছিল আদালত, যার শুনানিতে সময় নষ্ট হয়েছে। মাঝে বিচারক না-থাকাতেও বিচারপর্ব পিছিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই মামলার বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি জানিয়েছেন, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তেরা যাতে সাজা পান, সেই আবেদনও জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এক নজরে

ধৃত বিজেপি নেত্রীর জামিন

▶▶ নির্বাচন কমিশনের তলব পেয়েও হাজির না হওয়ায় অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রীর জামিন মঞ্জুর করল আলিপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। আদালতের খবর, বেহালা (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা, বিজেপি নেত্রী সাথী মুখোপাধ্যায় সাত নম্বর ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় বুথ লেভেল অফিসারের কাছে অভিযোগ করেন যে, সেখানকার এক ব্যক্তি আদতে বাংলাদেশি নাগরিক। এসআইআরে ওই ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার দাবি তোলেন সাথী। এর জন্য একাধিক বার নোটিস দিয়ে তাঁকে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য শুনানিতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হলেও সাথী যাননি। এর পরেই বেহালা পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার পর্ণশ্রী থানায় ওই নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সাথীকে গ্রেফতার করা হয়। এ দিনই তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক এক হাজার টাকার বন্ডে অন্তর্বর্তী জামিন দেন। জামিনের শর্ত অনুযায়ী, অভিযুক্তকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে এবং মামলার প্রতিটি শুনানিতে হাজির থাকতে হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

▶▶ গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলেন এক পথচারী। বুধবার রাতে, বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ে। মৃতের নাম জগন্নাথ অধিকারী (৬৮)। বাড়ি জোড়াবাগান থানা এলাকার নাথেরবাগান স্ট্রিটে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই প্রৌঢ়কে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গভীর রাতে তিনি মারা যান। গাড়ি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ

বিবিধ

আইসিসিআর: নন্দলাল বসু গ্যালারি। ৫টা। বিভিন্ন শিল্পীর কাজ। আয়োজনে আর্ট ভার্স। **অ্যাকাডেমি: সেন্ট্রাল গ্যালারি।** ১২-৮টা। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি। **নিউ সাউথ গ্যালারি।** ৫টা। সমীর কুণ্ডুর আঁকা ছবি। **নর্থ গ্যালারি।** ১২-৮টা। বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী। আয়োজনে হরাইজন। **রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (এন্টালি):** ৫-৩০। 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা'য় প্রব্রাজিকা সত্ত্বাত্মপ্রাণা। **প্রবোধ ভবন (বালি):** ৫-৩০। নাটক 'সোপান'। অন্য কন্ঠ। ৬-১৫। 'তৃতীয় থিয়েটার ও লোকনাট্য' প্রসঙ্গে দীপক বিশ্বাস। ৬-৪৫। 'ভুল রাস্তা'। ব্রীহি, বহরমপুর।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। ওয়টস্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

পঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

সেল নোটিস
ই-অকশনের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৬

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পঞ্চবঃ, ইমেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত সেল নোটিস
ইএমডি (বায়না জমা) এবং কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ১৭.০৩.২০২৬ বেলা ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের নিমিত্ত ই-অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, তাহা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাকটিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারেন্টর(গণ)-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-৩ তে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে" এবং "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।

ক্রঃ নং	অ্যাকাউন্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ গ্যারেন্টরগণের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতা) এবং দখল	(ক) ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) দখলের তারিখ (গ) ১৩(৪)-এর অভিমতো বকেয়ার পরিমাণ	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়)	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ
১।	বি/ও- ১৮৪১১০-মেমারি ১) শ্রীমতী প্রতিমা বসু শ্রী ভক্তিপদ বসু (গ্যারেন্টর)-এর আইনি উত্তরাধিকারী মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬ ২) শ্রীমতী সুস্মিতা বসু (গ্যারেন্টর) মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬ ৩) শ্রী কালা চাঁদ বসু (অংশীদার/গ্যারেন্টর), মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬ ৪) শ্রীমতী প্রতিমা বসু (অংশীদার/গ্যারেন্টর), মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬ ৫) শ্রী কালা চাঁদ বসু শ্রী ভক্তিপদ বসু (গারেন্টর)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬ ৬) মেঃ কালা চাঁদ বসু, মেমারি, জি.টি. রোড, শ্রী দুর্গা কোল্ড স্টোরেজ-এর বিপরীতে, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১৩৪১৬	সম্পত্তি ১ নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং, অবস্থান: জেলা- বর্ধমান, পোঃআঃ মেমারি, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৬৬১, নিম্নোক্ত অধীন: আরএস খতিয়ান নং ২৭৬ এবং এলআর খতিয়ান নং ২৭৬ এবং এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৭/৩ ও ২৭৫০, এরিয়া- ৮.০০ ডেসিমেল ন্যূনাধিক, শ্রেণি- বাণিজ্যিক, নিম্নোক্তের নামে: শ্রী ভক্তিপদ বসু এবং প্রতিমা বসু – ১৯৮৮-এর ক্রেডিট দলিল নং ৬৫৮২, ১৯৮৮-এর ৬৫৮৪, ১৯৮৮-এর ৬৫৮৫ এবং ১৯৮৮-এর ৬৫৮৬ অনুসারে। (প্রতীকী)	(ক) ০৮.০৯.২০২১ (খ) ০১.১০.২০২১ (গ) টাঃ ৬,৭২,৭২,৫৮৭.৩ (ছয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত সাতাশি টাকা তেইশ পয়সা) – তারিখ ৩১.০৫.২০২১	সম্পত্তি ১-এর জন্য (ক) টাঃ ৯,০৯,৪৪,০০০/- (খ) টাঃ ২০,৯৪,৪০০/- (গ) টাঃ ১০০০০/- সম্পত্তি ২-এর জন্য (ক) টাঃ ৬১,২৪,০০০/- (খ) টাঃ ৬,১২,৪০০/- (গ) টাঃ ১০০০০/-	১৭.০৩.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে

শর্তাবলি:
এই বিক্রয় ২০০২-এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-ঐ নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্তসাপেক্ষ হইবে:
১। সম্পত্তিসমূহ "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে" ও "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে" বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতে বিবৃত করা হইয়াছে তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাণ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবসাইট https://www.baanknet.